

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১৪-২০১৫

প্রথম খণ্ড

[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের
অধীনস্থ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
৮	অডিটের সুপারিশ	৫
৯	দ্বিতীয় অধ্যায় : নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ সমূহ	৭-২৭
১০	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৭

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১০/০৬/১৪২৪..... বঙ্গাব্দ
২৫/০৯/২০১৭..... খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ১৭ টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ উক্ত রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার আর্থিক সংশ্লেষ ১৬,৪৪,৪৫,৭০৩/- টাকা। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব দৈবচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির যে সকল আর্থিক অনিয়ম এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বর্ণিত সমগ্র লেনদেনের অংশ বিশেষ মাত্র। সুতরাং এ প্রতিবেদনের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক শৃংখলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানটিতে ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি বিধি বিধান পরিপালন না করা এবং পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করার কারণে অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অডিটের পর্যবেক্ষণের সামগ্রিক বিষয়ের উপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গৃহীত হলে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা নিশ্চিত হবে।

তারিখঃ০৩/০৬/১৪২৪..... বঙ্গাব্দ
.....১৮/০৯/২০১৭..... খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

মোঃ গোলাম মোস্তফা

মহাপরিচালক

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

“অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ”

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
১.	অসম অংশীদারিত্বে ডেভলপার কোম্পানীর সাথে ০৫(পাঁচ)টি চুক্তি স্বাক্ষর করায় ডিএনসিসি'র আর্থিক ক্ষতি।	-
২.	ডেভলপার কোম্পানীকে সুবিধা প্রদানের জন্য চুক্তি পত্র সংশোধন, নিজস্ব অর্থে নির্মিত ভবন ডেভলপারকে প্রদান এবং চুক্তিপত্র উপেক্ষা করে ১৪ তলা ভবনের স্থলে ২৪ তলা ভবন নির্মাণ।	-
৩.	ডিএনসিসি'র জমিতে ডেভলপারের মাধ্যমে অংশীদারিত্বে নির্মিত মার্কেট /ভবন সংক্রান্ত নথি নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন না করা প্রসঙ্গে।	-
৪.	পুনর্বাসন কাজের জন্য ডেভলপার কোম্পানীর নিকট হতে ২ কোটি টাকা অগ্রিম নিয়ে ১২০০/-টাকা /বর্গফুট দরে ডিসিসি'র প্রাপ্য স্পেস বিক্রির/ চুক্তি স্বাক্ষর করায় ডিএনসিসি'র আর্থিক ক্ষতি	-
৫.	সূচনা কমিউনিটি সেন্টার, রায়ের বাজার কমিউনিটি সেন্টার ও আব্দুল হালিম কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৬৮,৭৩,০০০/-
৬.	বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর বর্ধিত ১০ ও ১১ তলার এসেসমেন্ট না করায় হোল্ডিং ট্যাক্স ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।	১,২৬,৩৬,০০০/-
৭.	অঞ্চল-৪ এর আওতায় ১০নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৩,১৫,০০০/-
৮.	কর আইন লঙ্ঘন করে করদাতাকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।	৮১,১৪,৪০০/-
৯.	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণে আবাসিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য ৪০% সুবিধা প্রদান করায় ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।	৮৩,৩২,৮০০/-
১০.	জালালাবাদ ভবন এর বর্ধিত ৫টি ফ্লোরের এসেসমেন্ট না করায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।	১২,৮০,১৬০/-
১১.	হার্ভি এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিঃ এর গৃহ নির্মাণ ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও বার্ষিক মূল্যায়নে ঋণের সুদ পরিশোধ এর সুবিধা প্রদান করায় ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।	৩৮,১৫,০১০/-
১২.	টি. কে অয়েল রিফাইনারী লিঃ এর হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের প্রকৃত সুদ অপেক্ষা অতিরিক্ত সুদ বিয়োজন করায় ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।	৭৪,৭০,৬৮৪/-
১৩.	ডিএইচ টাওয়ার এবং ইউ টি সি ভবনের হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসমেন্টের নথি ও রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করা প্রসঙ্গে।	-
১৪.	এস টি ডি হিসাব নং-৩১৭ এবং হিসাব নং ৫০৯ থেকে স্থানান্তরিত যথাক্রমে ২.০০ কোটি এবং ১.০০ কোটি টাকার হিসাব নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	৩,০০,০০,০০০/-
১৫.	বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন কাজের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব যাচাই প্রসঙ্গে।	৬,৫৯,৭৭,৬৮৯/-
১৬.	সিএনজি সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও ভূঁয়া সিএনজি স্টেশন দেখিয়ে পৌর ফিলিং স্টেশন এর নামে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	১,৮৬,৩০,৯৬০/-
১৭.	গাবতলী, মহাখালি বাস টার্মিনাল ও আমিনবাজার ট্রাক টার্মিনাল দরপত্র আহবান না করে ইজারা প্রদান করে নিজেদের মনোনীত এজেন্ট নিয়োগ করে ভাড়া আদায় করায় সংস্থার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি।	-
	সর্বমোট	১৬,৪৪,৪৫,৭০৩/-

“অডিট বিষয়ক তথ্য”

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	: ২০১৩-২০১৪
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	: নিয়মানুগ নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	: ০৮-০২-২০১৫ হতে ১৭-৪-২০১৫
নিরীক্ষা পদ্ধতি	: দৈবচয়ন নমুনায়নের ভিত্তিতে নিরীক্ষা (রেকর্ডপত্র ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সাথে আলোচনা)
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	: মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- আদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর, ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা ;
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ;
- ক্রয়, সংগ্রহ, মেরামত এবং জ্বালানী ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি বিধান পরিপালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ না করা;
- সরকারি বিধি বিধান লংঘন করে ক্রয়, সংগ্রহ, মেরামত এবং জ্বালানী ব্যয় নির্বাহ করা।
- যথাযথভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ না করা।
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে অসতর্কতা।
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং ফলপ্রসূতার অভাব।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য ;

অডিটের সুপারিশ :

- শুদ্ধভাবে হিসাব সংরক্ষণ এবং সময়মত হিসাব প্রণয়ন করা আবশ্যিক।
- ক্যাশ বই ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যিক।
- সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের জন্য প্রযোজ্য ভ্যাট, আয়কর, ইজারা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন আবশ্যিক।
- প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি সহ অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যিক।
- সরকারী বিধি বিধান, আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন এবং তদানুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

১০

অনুচ্ছেদ-১।

শিরোনাম : অসম অংশীদারিত্বে ডেভলপার কোম্পানীর সাথে ০৫(পাঁচ)টি চুক্তি স্বাক্ষর করায় ডিএনসিসি'র আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডেভলপার কোম্পানীর সাথে সম্পাদিত ০৫(পাঁচ)টি চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়,

চুক্তিপত্র-১ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জমিতে ডেভলপার কর্তৃক বহুতল বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত “Construction of rest floors of Banani Super Market Cum Housing Complex at Banani, Dhaka with sponsor's own finance” চুক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউস্থ ৪৪ নং দাগের ৬০ কাঠা জমিতে ১৬তলা ফাউন্ডেশন সহ ৩ তলা মার্কেট ভবন ও একটি ভূগর্ভস্থ পার্কিং স্পেস (আয়তন ১,২৩,০০৪ বর্গফুট) নির্মাণ করার পর ১৩ তলা ভবন নির্মাণ/ সম্প্রসারণের জন্য ০৭-৫-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বোরাক রিয়েল এস্টেট (প্রাঃ) লিঃ কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। নির্মিতব্য ভবনের আয়তন প্রায় ৩,৬০,০৮৫ বর্গফুট; এর মধ্যে বরাদ্দযোগ্য এবং বিক্রয়যোগ্য আয়তন ২,৫৩,২৬৫ বর্গফুট। চুক্তি অনুযায়ী বরাদ্দযোগ্য এবং বিক্রয়যোগ্য আয়তন এর মধ্যে ডিসিসি এর হিস্যা (Portion of share) ৩০% এবং বোরাক এর হিস্যা (Portion of share) ৭০%। কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী এলাকায় মাত্র ৩০% শেয়ার গ্রহণযোগ্য নয়।

চুক্তিপত্র-২ ডিসিসি কর্তৃপক্ষ রায়েরবাজারে ডিসিসি মার্কেটের স্থলে বহুতল বিশিষ্ট “রায়েরবাজার ডিসিসি কমার্শিয়াল কাম এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স” নির্মাণের জন্য ২৪-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ডেভলপার এম আর ট্রেডিং কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী সর্বমোট ৬.৩০ বিঘা জমিতে ১২-২০ তলা বিশিষ্ট কমার্শিয়াল কাম এপার্টমেন্ট নির্মাণ করবে। চুক্তির-২(খ)(১) নং শর্তানুযায়ী এম আর ট্রেডিং কোম্পানী জমির মালিকানা সহ ৭৫% জমির উপর নির্মিত ১ টি বিল্ডিং এর মালিক হবেন এবং ২(খ)(২) নং শর্তানুযায়ী ডিসিসি জমির মালিকানা সহ ২৫% জমির উপর নির্মিত ১টি বিল্ডিং এর মালিক হবেন। রায়েরবাজার ডিসিসি মার্কেট এলাকায় মাত্র ২৫% শেয়ার গ্রহণযোগ্য নয়। (জেলা ঢাকা, থানা সাবেক কেরানীগঞ্জ, হালে মোহাম্মদপুর, সিএস মৌজা- সুলতানগঞ্জ নং-২৫৬ খতিয়ান দাগ নং ১০৭(পি), ১০৮(এফ), ১০৯(পি), ১১(পি), ১১২(এফ), ১১৩(পি), ১১৫(পি), ১১৬ (এফ), ১৫৮(পি), ১৫৯(এফ), ১৬০(এফ), ১৬২(এফ), ১৬৩(এফ), ১৬৪(এফ), ১৬৫(পি), ১৬৬(এফ), ১৬৭(পি), ১৭০(পি), ১৭১(পি) এবং মৌজা শিবপুর নং-২৫৪ দাগ নং ৪৬(পি), ৪৭(পি), ৫০(পি); সর্বমোট জমির পরিমাণ ৬.৩০ বিঘা)

চুক্তিপত্র-৩ ডিসিসি মোহাম্মদপুর টাউন হল সংলগ্ন কাঁচা বাজারের স্থানে বহুতল বিশিষ্ট কমার্শিয়াল কাম এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ৪-৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে এম আর ট্রেডিং কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি পত্রের ১(১.২) শর্তানুযায়ী ডেভলপার কোম্পানী ১০ বিঘা জমিতে ১৫-২০ তলা বিশিষ্ট ২ টি কমার্শিয়াল কাম আবাসিক এপার্টমেন্ট নির্মাণ করবে। চুক্তির ২(ক) শর্তানুযায়ী ডেভলপার কোম্পানীর হিস্যা ৭০% এবং ডিসিসি'র হিস্যা ৩০%। ২(খ) নং শর্তানুযায়ী ডিসিসি'র প্রাপ্য ৩০% জমিতে সম্পূর্ণ আলাদা ১ টি ১৫-২০তলা বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করে ডিসিসি'র নিকট হস্তান্তর করবে। ২(গ) নং শর্তানুযায়ী ডেভলপার এর প্রাপ্য ৭০% জমিতে সম্পূর্ণ আলাদা ১ টি ১৫-২০তলা বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করবে। মোহাম্মদপুর টাউন হল এলাকায় মাত্র ৩০% শেয়ার গ্রহণযোগ্য নয়। (জেলা ঢাকা, মোহাম্মদপুর, মৌজা-মোহাম্মদপুর আবাসিক এলাকা জেএল নং-৩, আর এস খতিয়ান নং-২, মহানগর খতিয়ান নং-৩, আরএস দাগ নং-৮২৬৪, সিটি জরিপ দাগ নং ১১১৫৫ এর ১০ বিঘা বা ২০০ কাঠা।)

চুক্তিপত্র-৪ ডিসিসি বহুতল শপিং এবং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স “গুলশান সেন্টার পয়েন্ট” নির্মাণের জন্য ০৩-৫-০৬ খ্রিঃ তারিখে বসুন্ধরা সিটি ডেভলপমেন্ট লিঃ কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী ডেভলপার কোম্পানী দাগ নং ৪১(নতুন) গুলশান বাণিজ্যিক এলাকা রোড নম্বর ৯০, ৯১ এবং ৪৬, গুলশান-২ এর ৪০২৯ বর্গমিটার (৬০ কাঠা) জমিতে ২৬ তলা বিশিষ্ট “গুলশান সেন্টার পয়েন্ট” নির্মাণ করবে। উক্ত চুক্তির ২.৫ শর্তানুযায়ী ডেভলপার কোম্পানীর হিস্যা ৭৫% এবং ডিসিসি'র হিস্যা ২৫%। গুলশান -২ এর এই প্লটটি একটি বাণিজ্যিক প্লট। বর্তমানে এখানকার প্রতি কাঠা জমির মূল্য প্রায় ৭ কোটি টাকা। গুলশান-২ এর মত বাণিজ্যিক এলাকায় জমির মালিককে মাত্র ২৫% শেয়ার প্রদান যুক্তিসঙ্গত নয়।

উক্ত চুক্তির ৭.১৪ নং শর্তানুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় ৭৫.৩ কোটি টাকা। সুতরাং ডিসিসি ৭৫,৩০,০০,০০০/- টাকা \times ২৫% = ১৮,৮২,৫০,০০০/- টাকা মূল্যমানের বহুতল মার্কেট এর অংশ বিশেষের বিনিময়ে ৬০কাঠা (৪০২৯ বর্গমিটার) \times ৭৫% = ৪৫ কাঠা জমি ডেভলপার কোম্পানীকে প্রদান করেছে। সুতরাং ৪৫ কাঠা কমার্শিয়াল জমির মূল্য ৪৫ \times ৭ কোটি টাকা ৩১৫ কোটি টাকা।

চুক্তিপত্র-৫ ডিসিসি কর্তৃপক্ষ বহুতল শপিং এবং কমাশিয়াল কমপ্লেক্স City Trade Centre নির্মাণের জন্য ২৫-০৯-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে আমিন এসোসিয়েটস ওভারসিস কোঃ লিঃ সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। ডেভলপার কোম্পানী নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করতে না পারায় পরবর্তীতে ১৫-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ডেভলপার কোম্পানী প্রায় ৭.৪৭ বিঘা জমিতে ২টি বেজমেন্ট এবং ১টি সেমিবেজমেন্টসহ ১৯ তলা বিশিষ্ট “ City Trade Centre ” নির্মাণ করবে। উক্ত ৭.৪৭ বিঘা জমির মধ্যে (ক) ১.৬৫ বিঘা জমির উপর কাঁচা বাজার সহ একটি ২য় তলা এবং আংশিক ৪র্থ তলা মার্কেট , (খ) প্রায় ৩.১২ বিঘা জমির উপর ১টি ২য় তলা বিশিষ্ট সুপার মার্কেট ছিল। চুক্তির ১.৩ শর্তানুযায়ী ডেভলপার কোম্পানীর হিস্যা ৬৩% এবং ডিসিসি'র হিস্যা ৩৭%। গুলশান-১ এর মত বাণিজ্যিক এলাকার জমির মালিককে মাত্র ৩৭%শেয়ার প্রদান মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। উপরন্তু উক্ত জমিতে (ক) ১.৬৫ বিঘা জমির উপর কাঁচা বাজার সহ একটি ২য়তলা এবং আংশিক ৪র্থ তলা মার্কেট, (খ) প্রায় ৩.১২ বিঘা জমির উপর ১টি ২য় তলা বিশিষ্ট সুপার মার্কেট ছিল। উক্ত ২টি মার্কেটে প্রায় ৬০৫ টি দোকান ছিল যার আয়তন প্রায় ৭৫,০৫৬ বর্গফুট। এই মার্কেট গুলোর আর্থিক মূল্য বিবেচনা করলে দেখা যায় ডিসিসি'র স্বার্থ উপেক্ষা করে চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সংশোধিত চুক্তিতে উক্ত জমির মূল্য হিসাব করা হয় ১৯৪.২২ কোটি টাকা। উক্ত জমির মূল্যের সাথে ডিসিসি'র দুটি মার্কেট এর মূল্য ধরা হয়নি।

অনিয়মের কারণ : জমির বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনায় বর্ণিত ৫(পাঁচ)টি চুক্তিপত্র ডিএনসিসি'র স্বার্থের অনুকূলে সম্পাদিত নয়। কারণ ডিএনসিসির অঞ্চল-৩, গুলশান এভিনিউ এর Mrs. Zakia Tullah Banoo এর মালিকানাধীন প্লট-এ, ব্লক নং-এনডব্লিউ(এইচ), বাড়ী নং-১৫৩/এ, গুলশান এভিনিউ এর জমিতে Rang Properties Ltd এর সাথে ২১-১১-২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে জমির মালিক ও ডেভলপার কোম্পানীর গড় শেয়ার অনুপাত ৪৫.৫ : ৫৪.৫। এটি একটি আবাসিক প্লট। ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে ডেভলপারের সহিত চুক্তি অনুযায়ী সাইনিং মানি কাঠা প্রতি ৭-১০ লক্ষ টাকা এবং অংশীদারিত্ব ৫০% : ৫০% দেয়া হয়। একই এলাকায় ২১-১১-২০০০ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আবাসিক প্লটে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে যদি মালিককে ৪৫.৫% শেয়ার প্রদান করা হয় তবে ০৩-৫-০৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক গুলশান-২ এর মত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকার জমির মালিককে মাত্র ২৫%শেয়ার প্রদান এবং ১৫-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক গুলশান-১ এর মত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় চুক্তিতে জমির মালিককে মাত্র ৩৭%শেয়ার প্রদান মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। (জেলা ঢাকা, থানা সাবেক তেজগাঁও হালে গুলশান, মৌজা গুলশান আবাসিক এলাকা, ঢাকা সিটি জরীপের খতিয়ান নং-৮, দাগ নং ৮৫৩০, ৮৫৩১, ৮৫৩২, ৮৫৩৩ এর প্রায় ৭.৪৭ বিঘা।)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ডিএনসিসি এবং ডেভলপার এর মধ্যে

- কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী এলাকায় মাত্র ৩০% : ৭০%,
- রায়েরবাজার ডিসিসি মার্কেট এলাকায় মাত্র ২৫% : ৭৫%,
- মোহাম্মদপুর টাউন হল সংলগ্ন এলাকায় মাত্র ৩০% : ৭০%,
- গুলশান-২ বাণিজ্যিক এলাকায় মাত্র ২৫% : ৭৫% এবং
- গুলশান-১ বাণিজ্যিক এলাকায় মাত্র ৩৭% : ৬৩% শেয়ার বন্টন গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের স্মারকে জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ সহ ডিসিসি'র স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-২।

শিরোনাম : ডেভলপার কোম্পানীকে সুবিধা প্রদানের জন্য চুক্তি পত্র সংশোধন পূর্বক নিজ অর্থে নির্মিত ভবনের অংশ ডেভলপারকে প্রদান ও চুক্তি বহির্ভূত কার্য সম্পাদনে আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডিসিসি'র জমিতে ডেভলপার কর্তৃক বহুতল বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত “ Construction of rest floors of Banani Super Market Cum Housing Complex at Banani, Dhaka with sponsor's own finance” চুক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কামাল আতাতুর্ক এভিনিউস্থ ৪৪ নং দাগের ৬০ কাঠা প্লটের ৪৪ কাঠা জমিতে ১৬তলা বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করে। ১৬তলা ফাউন্ডেশন সহ ৩ তলা মার্কেট ভবন ও একটি ভূগর্ভস্থ পার্কিং স্পেস (আয়তন ১,২৩,০০৪ বর্গফুট) নির্মাণ করার পর অবশিষ্ট ফ্লোর নির্মাণ করার জন্য ৭-০৫-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বোরাক রিয়েল এস্টেট (প্রাঃ) লিঃ কোম্পানীর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুসারে ডেভলপার কোম্পানী বর্ণিত তফসিল জমিতে ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করবে।

- চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর চূড়ান্ত নকশা অনুমোদনের তারিখ হতে মার্কেট নির্মাণকাল হবে ৩০ মাস। ডেভলপার কোম্পানী ১৮-৫-২০০৯ খ্রিঃ চুক্তি সংশোধনের জন্য ডিসিসি'র নিকট আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিসিসি'র নির্বাহী প্রকৌশলী, বাজার সার্কেল কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারক নং প্রঃবিঃবাঃসাঃ/৩৯২ তারিখ ০৩-১২-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ডেভলপার কোম্পানীকে সংশোধন প্রস্তাব পেশ করার জন্য অনুরোধ করে। চুক্তি সম্পাদনের ৪ বছর পর ১০-০২-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশোধন প্রস্তাব পেশ করে এবং ০৬-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মূল চুক্তিতে বেজমেন্ট পার্কিং ১০০% ডিসিসি'র শেয়ার ছিল, সংশোধিত চুক্তিতে ডেভলপার কোম্পানীকে বেজমেন্ট পার্কিং এর শেয়ার প্রদান করা হয়েছে। মূল চুক্তিতে লেভেল ১৩ পর্যন্ত শেয়ার বন্টন করা হয়েছিল, সংশোধিত চুক্তিতে লেভেল ১৪ নির্মাণের কথা উল্লেখ করে তার ১০০% ডেভলপারকে প্রদান করা হয়েছে। মূল চুক্তিতে ডেভলপারের প্রাপ্য জমির পরিমাণ ছিল ১৮.৯৯ কাঠা, সংশোধিত চুক্তিতে ডেভলপারের প্রাপ্য জমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১৯.১৭ কাঠা। মূল চুক্তিতে চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর চূড়ান্ত নকশা অনুমোদনের তারিখ হতে মার্কেট নির্মাণকাল ছিল ৩০মাস, সংশোধিত চুক্তিতেও নির্মাণকাল দেখানো হয়েছে ৩০ মাস। তাহলে এই ৩০মাস গণনা কখন থেকে শুরু হবে তা স্পষ্ট নয়। মার্কেটের নির্মাণ কাজ এখনও অব্যাহত আছে।
- ডিসিসি ও বোরাকের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ১৭.২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক Level 1 & level 2 common use এর জন্য রাখা হয়েছে এবং Level 3 বোরাক রিয়েল এস্টেট (প্রাঃ) লিঃকে ১০০% প্রদান করা হয়েছে। ১৬তলা ফাউন্ডেশন সহ Level 1, level 2, Level 3 এই ৩ তলা মার্কেট ভবন ডিসিসি নিজস্ব অর্থে নির্মাণ করেছে। কাজেই এই তিনটি ফ্লোরের কোন অংশই ডেভলপারের প্রাপ্য নয়। নিরীক্ষাকালে রেফারেন্স হিসেবে ডিএনসিসি'র অঞ্চল-৫ এর আওতাধীন ২৫-২৬ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকার The Mughul Hotels Ltd and Tropical Homes Ltd এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, The Mughul Hotels Ltd (জমির মালিক) তাদের ৯ কাঠা ১৩ ছটাক জমিতে ১৭তলা বিল্ডিং নির্মাণ শুরু করেন। বেসমেন্ট সহ ৩ তলা নির্মাণের পর অবশিষ্ট তলা নির্মাণের জন্য ১৫-০৮-২০০২ সালে Tropical Homes Ltd সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির-৭ নং শর্তানুযায়ী ডেভলপার কোম্পানীর শেয়ার হবে ৫৯% এবং জমির মালিকের শেয়ার হবে ৪১%। উক্ত চুক্তির ১০নং শর্তে উল্লেখ আছে “ Land owner will retain the entire Ground , 1st floor and 2nd floor which they have constructed by their cost”

অনিয়মের কারণ : The Mughul Hotels Ltd and Tropical Homes Ltd এবং ডিসিসি ও বোরাক রিয়েল এস্টেট (প্রাঃ) লিঃ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। The Mughul Hotels Ltd তলা নির্মাণ করার পর ডেভলপার এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ডিসিসি বেসমেন্ট সহ তিন তলা নির্মাণ করার পর ডেভলপার এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করে। The Mughul Hotels Ltd তাদের নির্মিত বেসমেন্ট সহ তিনতলা ডেভলপারকে প্রদান করেনি যা ডিসিসি প্রদান করেছে।

- ডিসিসি কর্তৃপক্ষ ১৩ তলা ভবন নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করেছিল। চুক্তিপত্রের ১ শর্ত অনুযায়ী ডেভলপার কোম্পানী বেজমেন্টসহ ১৪ তলা ভবন নির্মাণ করবে। বাস্তব পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, মার্কেটের কর্তৃপক্ষ ১৪ তলা ভবনের পরিবর্তে ২৪ তলা মার্কেট কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করেছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব প্রদান না করায় ইহাই প্রমানিত হয় যে, আপত্তি সঠিক। কারণ,

- শুধুমাত্র ডেভলপার কোম্পানীকে সুবিধা প্রদান করার জন্য চুক্তি সংশোধন গ্রহণযোগ্য নয়।
- ডেভলপার কোম্পানী চুক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র ১৩টি ফ্লোর নির্মাণ করবে। ১৬তলা বিল্ডিং এর ৩টি ফ্লোর ডিসিসি পূর্বেই নির্মাণ করেছে, বিধায় ৩টি ফ্লোরই ডিএনসিসির প্রাপ্য। চুক্তি বহির্ভূত বর্ধিত ফ্লোর নির্মাণ করার কোন অধিকার ডেভলপার কোম্পানীর নেই। সিটি কর্পোরেশন এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে চুক্তি বহির্ভূত ফ্লোর নির্মাণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণসহ অবৈধ ফ্লোর সমূহ ডিসিসি'র অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০/৯/২০১৫ তারিখের স্মারকে জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণসহ ডিসিসি'র স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৩।

শিরোনাম : ডিএনসিসি'র জমিতে ডেভলপারের মাধ্যমে অংশীদারিত্বে নির্মিত মার্কেট /ভবন সংক্রান্ত নথি নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন না করা প্রসঙ্গে।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডিসিসি'র জমিতে ডেভলপার কর্তৃক বহুতল বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি ও নথি সমূহ নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করার জন্য স্মারক নং ২৬২/এলএডি/এলএজি/ডিএনসিসি/পাইলট অডিট/২০১৩-২০১৪ তারিখঃ ১৯-২-২০১৫ খ্রিঃ ডিসিসি'র কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ স্মারক নং ৪৬.২০৭.০১৪.২৭. ১৪. ১৩৪.২০১৫ তারিখঃ ৮-৩-২০১৫খ্রিঃ পত্রের মাধ্যমে (১) বনানী সুপার মার্কেট (২) গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, গুলশান-২ (৩) গুলশান ট্রেড সেন্টার, গুলশান-১ (৪) রায়ের বাজার ডিসিসি কমার্শিয়াল কাম এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স (৫) মোহাম্মদপুর টাউন হল কাঁচা বাজারের স্থানে বহুতল বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন (১ম,২য়, ৩য় পর্যায়) নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি পত্রের ফটোকপি নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট মূল নথিসমূহ নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করা হয়নি। মূল নথিসমূহ নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন না করায় ডিএনসিসি'র জমিতে ডেভলপারের মাধ্যমে অংশীদারিত্বে নির্মিত মার্কেট কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান, ডেভলপারদের প্রস্তাব, টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট, নির্মাণচুক্তিকাল অতিক্রম হওয়ার পর সংশোধিত চুক্তি সম্পাদনের কারণ যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

অনিয়মের কারণ : সরকারি নিরীক্ষাকে অসহযোগীতা করে সংবিধান লংঘন করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : নিরীক্ষা দলের চাহিদা মোতাবেক নথিপত্রাদি উপস্থাপন করা ডিএনসিসির দায়িত্ব। কারণ, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) মোতাবেক নথি এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করতে পারেন। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের স্মারকে জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : ডিএনসিসি'র জমিতে ডেভলপারের মাধ্যমে অংশীদারিত্বে নির্মিত মার্কেট /ভবন সংক্রান্ত নথি নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৪।

শিরোনাম : পুনর্বাসন কাজের জন্য ডেভলপার কোম্পানীর নিকট হতে ২ কোটি টাকা অগ্রিম নিয়ে অত্যাধিক কম দরে ১২০০/- টাকা বর্গফুট হিসেবে ডিসিসি'র প্রাপ্য স্পেস বিক্রির চুক্তি স্বাক্ষর করায় ডিএনসিসি'র আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডিসিসি'র জমিতে ডেভলপার কর্তৃক বহুতল বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডেভলপার কোম্পানীর নিকট হতে ২ কোটি টাকা অগ্রিম নিয়ে ১২০০ টাকা দরে স্পেস বিক্রি করা হয়েছে। ডিসিসি গুলশান-২ বাণিজ্যিক এলাকার রোড নং-৯০,৯১ ও ৪৬ এর ৬০ কাঠা (৪০২৯ বর্গমিটার) জমিতে ৪৩,৩৬৯.২১ বর্গফুট [১বঃফুঃ = ০.০৯২৯ বর্গমিটার] বহুতল শপিং এবং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স "গুলশান সেন্টার পয়েন্ট" নির্মাণের জন্য ০৩-৫-০৬ খ্রিঃ বসুন্ধরা সিটি ডেভলপমেন্ট লিঃ কোম্পানীর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করে। ডিসিসি ও বসুন্ধরা সিটি ডেভলপমেন্ট লিঃ মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ৩.৪(২) নং শর্তানুযায়ী ডিসিসি পুনর্বাসন কাজের জন্য ডেভলপার কোম্পানীর নিকট হতে ২ কোটি টাকা রিইমবার্স করবে বিনিময়ে ডেভলপার কোম্পানী ডিসিসি'র প্রাপ্য শেয়ার থেকে প্রতি বর্গফুট স্পেস ১২০০ টাকা দরে বুঝে নিবে। গুলশান-২ বাণিজ্যিক এলাকার কমার্শিয়াল মার্কেটের প্রতি বর্গফুট স্পেস এর দাম মাত্র ১২০০ টাকা। ২১-১১-২০০০ খ্রিঃ তারিখে Rang Properties Ltd এবং Mrs. Zakia Tullah Banoo এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী গুলশানে আবাসিক প্লটে নির্মিত ফ্ল্যাট এর প্রতি বর্গফুট স্পেস এর মূল্য যদি ২০০০ টাকা দরে সমন্বয় হয় তাহলে ০৩-০৫-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক গুলশান-২ এলাকার বহুতল মার্কেট এর প্রতি বর্গফুট স্পেস এর মূল্য ১২০০ টাকা দরে সমন্বয় মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে (২০০০-১২০০) = ৮০০×৪৩,৩৬৯.২১ বঃফুঃ = ৩,৪৬,৯৫,৩৬৮ (তিন কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ পচানব্বই হাজার তিনশত আটষট্টি) টাকা সরকারের ক্ষতি হয়। চুক্তি অনুযায়ী গুলশান সেন্টার পয়েন্ট" নির্মাণ কাল ধরা হয়েছিল ৩৬ মাস। কিন্তু উক্ত মার্কেটের নির্মাণ কাজ এখনও চলছে।

অনিয়মের কারণ : গুলশানে বাজার দর অপেক্ষা কম দরে (প্রতি বর্গফুট আবাসিক ফ্ল্যাটের মূল্য) চুক্তি সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : গুলশান -২ কমার্শিয়াল এলাকার বহুতল মার্কেটের প্রতি বর্গফুট জায়গা মাত্র ১২০০ টাকা দরে বিক্রি গ্রহণযোগ্য নয়। সিটি কর্পোরেশন এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে ডিসিসি'র স্বার্থ উপেক্ষা করে অত্যাধিক কম দরে স্পেস বিক্রি করার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ সহ ডিসিসি'র স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের স্মারকে জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণসহ ডিসিসি'র স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৫।

শিরোনাম : সূচনা কমিউনিটি সেন্টার, রায়ের বাজার কমিউনিটি সেন্টার ও আব্দুল হালিম কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অঞ্চল-৫ (কাওরান বাজার) এর নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজ কল্যাণ বিভাগের ৩টি কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া আদায়ের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুলাই/২০১৩ হতে জানুয়ারী/২০১৪ পর্যন্ত সময়ে জনাব শফিকুল ইসলাম (বুলবুল), সহকারী সমাজকল্যাণ অফিসার কর্তৃক উক্ত ৩টি কমিউনিটি সেন্টার যথা; সূচনা কমিউনিটি সেন্টার, রায়ের বাজার কমিউনিটি সেন্টারে ৪,৮৩,০০০ টাকা এবং আব্দুল হালিম কমিউনিটি সেন্টারে ৪,৯৯,০০০ টাকা সর্বমোট ৬৮,৭৩,০০০/- (আটষাট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা কর্তৃক কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া আদায় সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার, রশিদ বহি এবং জমার চালান কপি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হলে জুলাই/২০১৩ হতে জানুয়ারী/২০১৪ পর্যন্ত সময়ের বর্ণিত ৩টি কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া আদায় ও জমা সংক্রান্ত কোন রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় সরবরাহ করা হয়নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত ৭ (সাত) মাসে যথারীতি বিদ্যুৎ, পানি, ও গ্যাস বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু কোন ভাড়া আদায় ও জমা না করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	কমিউনিটি সেন্টারের নাম	সময়	দিনের পরিমাণ	দৈনিক হার	আদায়যোগ্য ভাড়ার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	সূচনা কমিউনিটি সেন্টার, ঢাকা।	জুলাই/১৩ হতে জানুয়ারী/১৪ = ৭ মাস (২১০ দিন-১০দিন) = ২০০ দিন	২০০ দিন	২৯৫০০/-	৫৯,০০,০০০/-
২	রায়েরবাজার কমিউনিটি সেন্টার, ঢাকা।	জুলাই/১৩ হতে জানুয়ারী/১৪ = ৭ মাসের মধ্যে ৭০ দিনের ভাড়া পাওনা।	৭০দিন	৬,৯০০/-	৪,৮৩,০০০/-
৩।	আব্দুল হালিম কমিউনিটি সেন্টার, ঢাকা।	,,	৭০দিন	৭,০০০/-	৪,৯০,০০০/-
					৬৮,৭৩,০০০/-

অনিয়মের কারণ : কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া আদায় ও উহা জমাদান না করায় আর্থিক ক্ষতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ০৭(সাত) মাসে কোন ভাড়া আদায় না হওয়া কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ডিএনসিসির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকার কারণে উল্লিখিত অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের স্মারকে জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র ৩০/৯/২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৬।

শিরোনাম : বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন ভবন এর বর্ধিত ১০ ও ১১ তলার এসেসমেন্ট না করায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১,২৬,৩৬,০০০ টাকা ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।

বিষয়বস্তু : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অঞ্চল-৫ (কাওরান বাজার) এর রাজস্ব শাখার বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা এর হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যের রেকর্ডপত্র ও এসেসমেন্ট নথি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, ভবনটি ০১-০৭-১৯৯২ তারিখে ৯ তলা পর্যন্ত এসেসমেন্ট করা আছে।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নয়াবাদী ক্রমিক নং- ১২১১৬ এর মাধ্যমে রেভিনিউ সুপারভাইজার কর্তৃক ০১-০৮-২০০৫ তারিখে ভবনটির ১০ ও ১১ তলা বর্ধিত হয়েছে মর্মে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে স্মারক নং- ৬৮৫/রাঃ অঃ ৬, তারিখঃ ০৯-১০-২০০৫ এর মাধ্যমে ভবনটির বার্ষিক মূল্যায়ন পুনঃনির্ধারণের জন্য করদাতাকে শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ জারি করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এসেসমেন্ট কার্য সম্পন্ন করা হয়নি।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর সূত্র নং- বিএসইসি/সিএস/০৩০/৪০৬, তারিখঃ ১২-১১-২০১৩ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, ভবনের ৬ষ্ঠ হতে ১১তম তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় ১৩০০০ বর্গফুট (কম-বেশী) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রতি বর্গফুটের মাসিক ভাড়া ৪৫ টাকা হারে ভাড়া রয়েছে।

বি,এস,ই,সি'র সূত্রোক্ত পত্র অনুযায়ী ১৩০০০ বর্গফুট \times ৪৫ \times ২টি তলা (১০ ও ১১ তলা) = মাসিক ভাড়া ১১,৭০,০০০ টাকা। বার্ষিক মূল্যায়ন ১১,৭০,০০০ \times ১০ মাস = ১,১৭,০০,০০০ টাকা। বার্ষিক কর ১,১৭,০০,০০০/- এর ১২% = ১৪,০৪,০০০ টাকা। ত্রৈমাসিক কর ৩,৫১,০০০ টাকা।

ভবন বর্ধিত করণের তারিখ ০১-০৭-২০০৫ হতে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত ৯ বৎসর বা ৩৬ কোয়ার্টার (ত্রৈমাসিক)। ত্রৈমাসিক ৩,৫১,০০০ টাকা হারে ৩৬ কোয়ার্টার ১,২৬,৩৬,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : ভবনটির ১০ম ও ১১ তলার ফ্লোর ভাড়ার বার্ষিক মূল্যায়ন না করায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : ডি.এন.সি.সি'র দুর্বল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার কারণে উল্লেখিত অনিয়ম হয়েছে। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে আপত্তিতে উল্লিখিত সমুদয় অর্থ হোল্ডিং মালিক/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে ডিএনসিসি'র তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিতে উল্লিখিত ১,২৬,৩৬,০০০ টাকা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং মালিক/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে ডি.এন.সি.সি'র তহবিলে জমা করে প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৭।

শিরোনাম : অঞ্চল-৪ এর আওতায় ১০ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া বাবদ আদায়কৃত ১৩,১৫,০০০/- টাকা সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ১০ নং ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার এর ভাড়া বাবদ আদায়কৃত ৪,৬৯,৫০০ টাকা সংস্থার তহবিলে জমা না করায় এবং আদায়কৃত ৮,৪৫,৫০০ টাকার হিসাব না পাওয়ায় মোট (৪,৬৯,৫০০ + ৮,৪৫,৫০০) = ১৩,১৫,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- রশিদ বহি নং- ১৯৩৪৬ ও রশিদ নং ১৯৩৪৫০১ হতে ১৯৩৪৫৪৭ এর মাধ্যমে বিভিন্ন তারিখে আদায়কৃত ৪,৬৯,৫০০ টাকা আদায় করে হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হলেও সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।

রশিদ বহি নং	রশিদ নং	রশিদের সংখ্যা	মোট
১৯৩৪৬	১৯৩৪৫০১ হতে ১৯৩৪৫৪৭	৪৭	২৪×৯৫০০=২,২৮,০০০/-
			২৩×১০৫০০=২,৪১,৫০০/-
		মোট=	৪,৬৯,৫০০/-

আদায়কৃত অর্থ জমার স্বপক্ষে চালান উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হলেও উপস্থাপন করা হয়নি।

- ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, রশিদ বহি যাচাইয়ে ৮৯টি রশিদের কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। প্রতিটি রশিদের বিপরীতে সর্বনিম্ন ৯,৫০০/-হারে মোট ৮,৪৫,৫০০ টাকা আদায় হওয়ার কথা। কিন্তু রশিদ বহি উপস্থাপন না করায় উক্ত অর্থ আদায় ও জমার হিসাবের সঠিকতা যাচাই করা যায়নি। ৮৯টি রশিদের মধ্যে ০৬টি পাতা বাতিল করা হয়েছে মর্মে আদায় রেজিস্টারে উল্লেখ করা হলেও কি কারণে ও কার স্বাক্ষরে বাতিল করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই এবং রেজিস্টারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নেই। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

রশিদ বহি নং	রশিদ নং	রশিদের সংখ্যা	মোট	মন্তব্য
১৯৩৪৬	১৯৩৪৫৪৮ হতে ১৯৩৪৬০০	৫৩	৮৯×৯৫০০ = ৮,৪৫,৫০০/-	বাতিল করা হয়েছে কিন্তু কারণ উল্লেখ করা হয়নি।
৫৯৪৮	৫৯৪৭৭১ হতে ৫৯৪৮০০	৩০		
	৫৯৪৭১৫, ৫৯৪৭২১, ৫৯৪৭২২	৩		
	৫৯৪৭২৪, ৫৯৪৭২৫, ৫৯৪৭৬৮	৩		
সর্বমোট	৮৯	৮,৪৫,৫০০/-		

ফলে সর্বমোট (৪,৬৯,৫০০ + ৮,৪৫,৫০০) = ১৩,১৫,০০০ টাকা সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এর বিধি ৮৭ অনুযায়ী আদায়কৃত ভাড়ার অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : নিরীক্ষা দলের চাহিদা মোতাবেক নথিপত্রাদি উপস্থাপন করা ডিএনসিসির দায়িত্ব। কারণ, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) মোতাবেক নথি এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করতে পারেন। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের স্মারকে জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আদায়কৃত সমুদয় অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণক অভিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৮।

শিরোনাম : কর আইন লংঘন করে করদাতাকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় ৮১,১৪,৪০০/- টাকা ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অঞ্চল-৩ এর হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যের নথিপত্র ও রেজিস্টার পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, আইডিয়াল কাপ্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ, ১৯১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা এর বার্ষিক মূল্যায়ন ৯১,০০,০০০ টাকা ধার্য করে ১২% হারে ত্রৈমাসিক কর ২,৭৩,০০০ টাকা নির্ধারণ করে (০১-০১-২০০৪ হতে বলবৎ) করদাতাকে ১৯৮৬ সনের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ট্যাক্সেশন) রুলের ২৪নং ধারার ২নং উপ-ধারা মতে নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ মূল্যায়নের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকলে তা নোটিশ জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত 'পি' ফরমে আপিল দাখিল করতে হবে। উক্ত নোটিশ জারির স্মারক নং- ৫৭৫/কর-৯/০৮, তারিখঃ ২৬-০২-২০০৮। কিন্তু করদাতা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কোন আবেদন করা হয়নি। নোটিশ জারির ১ বৎসর ১০ মাস পরে ২৯/১২/২০০৯, তারিখে পি ফরমে আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে স্মারক নং- ১৮৬/কর/১০, তারিখঃ ১৪-১০-২০১০ এর মাধ্যমে বার্ষিক মূল্যায়ন ৯১,০০,০০০ টাকার পরিবর্তে ২৬,৬০,০০০ টাকা এবং ত্রৈমাসিক হার ২,৭৩,০০০ টাকার পরিবর্তে ৭৯,৮০০ টাকা ধার্য করা হয়। এর ফলে ডি.এন.সি.সি'র ৮১,১৪,৪০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

বার্ষিক মূল্যায়ন ৯১,০০,০০০ টাকার উপর ত্রৈমাসিক কর ধার্য করা হয়েছে	২,৭৩,০০০/-
আবেদনের প্রেক্ষিতে, ২৬,৬০,০০০ টাকার উপর ত্রৈমাসিক কর ধার্য করা হয়েছে	(-) ৭৯,৮০০/-
ত্রৈমাসিক কর কম ধার্য	১,৯৩,২০০/-

০১-০১-২০০৪ হতে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত সময়কাল ৪২ কোয়ার্টার (ত্রৈমাসিক)

ত্রৈমাসিক ১,৯৩,২০০ টাকা হারে কম ধার্য ১,৯৩,২০০ টাকা \times ৪২ = ৮১,১৪,৪০০ টাকা।

অনিয়মের কারণ : মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ট্যাক্সেশন) রুল ১৯৮৬ এর ধারা ২৪(২) পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : ডি.এন.সি.সি'র দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার কারণে উল্লিখিত অনিয়ম হয়েছে। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে আপত্তির প্রেক্ষিতে যথাযথ প্রমাণক না থাকায় পুনরায় প্রমাণকসহ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিতে উল্লিখিত ৮১,১৪,৪০০ টাকা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং মালিক/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে ডি.এন.সি.সি'র তহবিলে জমা করে প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-৯।

শিরোনাম : বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণে আবাসিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য ৪০% সুবিধা প্রদান করায় ৮৩,৩২,৮০০ টাকা ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অঞ্চল-৩ এর হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যের নথিপত্র ও রেজিস্টার পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, পদ্মা প্রিন্টার্স এন্ড কালার ল্যাব লিঃ, ১৩১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা এর বার্ষিক মূল্যায়ন ধরা হয় ৩,৩৬,০০,০৫০ টাকা। কিন্তু কর নির্ধারণের সময় করদাতাকে বার্ষিক মূল্যায়ন হতে ৪০% নিজ সুবিধা বাবদ ১,৩৪,৪০,০২০ টাকা বাদ দেয়ার পর ২,০১,৬০,০৩০ টাকার উপর ১২% হারে ত্রৈমাসিক কর বাবদ ৬,০৪,৮০০ টাকা ধার্য করা হয় (০১/৫/২০০৯ হতে বলবৎ) এবং ৬,০৪,৮০০ টাকা হারে ত্রৈমাসিক কর পরিশোধের জন্য নং- ৩৫৩৪/কর-৯/০৯, তারিখঃ ০২-০৯-২০০৯ এর মাধ্যমে ১৯৮৬ সনের The City Corporation Taxation Rules এর ২৪(২) ধারায় নোটিশ দেয়া হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্ণিত হোল্ডিং একটি বাণিজ্যিক হোল্ডিং। আবাসিক ভবন নিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৪০% নিজ সুবিধা প্রদান করে কর ধার্য করার বিধান রয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে নিজ সুবিধা প্রদানের কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও ৪০% নিজ সুবিধা প্রদান করে কর নির্ধারণ করায় ডি.এন.সি.সি'র ৮৩,৩২,৮০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ

বার্ষিক মূল্যায়ন ৩,৩৬,০০,০৫০ টাকা। উক্ত টাকার ১২% হারে ত্রৈমাসিক কর ১০,০৮,০০০ টাকা। কিন্তু ৪০% নিজ সুবিধা দেয়ার পর ত্রৈমাসিক কর ধার্য ৬,০৪,৮০০ টাকা। সুতরাং ত্রৈমাসিক কর কম কর ধার্য (১০,০৮,০০০ - ৬,০৪,৮০০) = ৪,০৩,২০০ টাকা ০১-০৫-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত সময়কাল ২০ কোয়ার্টার ২ মাস। প্রতি কোয়ার্টার (ত্রৈমাসিক) ৪,০৩,২০০ টাকা হারে ২০ কোয়ার্টার ২ মাসে কর কম ধার্য ৮৩,৩২,৮০০ টাকা।

অনিয়মের কারণ : The City Corporation Taxation Rules 1986 এর ধারা ২৪(২) এবং সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ধারা ৮২ পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব প্রদান না করায় প্রমাণিত হয় যে, আপত্তি সঠিক। কারণ, ডি.এন.সি.সি'র দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার কারণে উল্লিখিত অনিয়ম হয়েছে। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে আপত্তির প্রেক্ষিতে যথাযথ প্রমাণক না থাকায় পুনরায় প্রমাণকসহ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত ৮৩,৩২,৮০০ টাকা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং মালিক/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে ডি.এন.সি.সি'র তহবিলে জমা করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনাম : জালালাবাদ ভবন এর বর্ধিত ফেটি ফ্লোরের এসেসমেন্ট না করায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১২,৮০,১৬০ টাকা ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অঞ্চল-৫ (কাওরান বাজার) এর জালালাবাদ এসোসিয়েশন ভবন, ২২, কাওরান বাজার বা/এ ঢাকা এর হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যের রেকর্ডপত্র ও এসেসমেন্ট নথি পরীক্ষাঙ্গে দেখা যায় যে, ভবনটি ০১-০১-১৯৯৯ তারিখে ৪তলা পর্যন্ত এসেসমেন্ট করা আছে। প্রতি তলার আয়তন ৩৫৫৬ বর্গফুট। বার্ষিক মূল্যায়ন ১১,৭১,৬৪০ টাকা এবং ত্রৈমাসিক কর ৩৫,১৪৯ টাকা। কিন্তু বাস্তব পরিদর্শনে ভবনটি ৯ তলা অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ০৭-০১-২০১৩ তারিখে রেভিনিউ সুপারভাইজার কর্তৃক নয়াবাদী ক্রমিক নং- ৫১৩৭ এর মাধ্যমে ৯ তলা দালান হিসাবে প্রতিবেদন দাখিল করেন। কিন্তু এর পর ২ বৎসর অতিবাহিত হলেও ভবনটির বর্ধিত ৫ তলার এসেসমেন্ট হয়নি। ফলে ডিএন,সি,সি নিম্নরূপ রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।

প্রতি তলার আয়তন ৩৫৫৬ বর্গফুট × ৫ তলা = ১৭,৭৮০ বর্গফুট। এলাকার অন্যান্য ভবনের ভাড়ার হার অনুযায়ী প্রতিবর্গফুট ৪০ টাকা হিসাবে ১৭,৭৮০ বর্গফুট × ৪০ টাকা = ৭,১১,২০০ টাকা মাসিক ভাড়া। ৭,১১,২০০/- × ১০ মাস = ৭১,১২,০০০/- বার্ষিক মূল্যায়ন। ৭১,১২,০০০/- × ১২% কর = ত্রৈমাসিক কর ২,১৩,৩৬০ টাকা। ০১-১-১৩ হতে ৩০-৬-১৪ পর্যন্ত ৬ কোয়ার্টারে (ত্রৈমাসিক) ২,১৩,৩৬০ × ৬ = ১২,৮০,১৬০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

অনিয়মের কারণ : The City Corporation Taxation Rules 1986 এর ধারা ২৪(২) এবং সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০১ এর ধারা ৮২ পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : ডি.এন.সি.সি'র দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার কারণে উল্লিখিত অনিয়ম হয়েছে। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে আপত্তির প্রেক্ষিতে যথাযথ প্রমাণক না থাকায় পুনরায় প্রমাণকসহ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিকৃত ১২,৮০,১৬০ টাকা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং মালিক/ দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে ডি.এন.সি.সি'র তহবিলে জমা করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম :

হার্ভি এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিঃ এর গৃহ নির্মাণ ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও বার্ষিক মূল্যায়নে ঋণের সুদ পরিশোধ এর সুবিধা প্রদান করায় ৩৮,১৫,০১০ টাকা ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অঞ্চল-৫ (কাওরান বাজার) এর হার্ভি এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিঃ, ৫৪, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা এর হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যের রেকর্ডপত্র ও এসেসমেন্ট নথি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে,

- উক্ত ভবনটি নির্মাণের জন্য প্রাইম ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হতে ০৭-৪-১৯৯৭ তারিখে ১.২০ কোটি টাকা লোন গ্রহণ করা হয়। সুদের হার ১৬%, মেয়াদ ৪ বছর।
- ব্যাংকের লোন মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী ০৭-৪-২০০১ তারিখে লোনের মেয়াদ শেষ হয়েছে।
- হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের সময় ব্যাংক লোনের উপর প্রদত্ত সুদের যে টাকা কর নির্ধারণের সময় বাদ দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ঋণের সুদ বাদ করদাতাকে যে সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল, ব্যাংক লোনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় উক্ত সুবিধা প্রত্যাহার করে নতুন করে কর নির্ধারণ করতে হবে।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ০১-৪-৯৮ তারিখ হতে বলবৎ ৫ম তলা পর্যন্ত কর নির্ধারণের সময় ব্যাংক ঋণের সুদ বাদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ৫,৫০,০০০ টাকা এবং ১৬-২-৯৯ তারিখ হতে বলবৎ ৬ তলা হতে ১৪ তলা পর্যন্ত কর নির্ধারণের সময় করদাতাকে ১৭,৪৩,৩৪০ টাকা ব্যাংক ঋণের সুদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ করদাতাকে মোট ২২,৯৩,৩৪০ টাকা সুদ পরিশোধ বাদ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ৭-৪-২০০১ তারিখে ব্যাংক লোনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় করদাতাকে আর ব্যাংকের সুদ পরিশোধ করতে হবে না বিধায় তিনি আর সে সুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং ৭-৪-০১ তারিখ হতে করদাতার বার্ষিক মূল্যায়নের সাথে ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধের সুবিধা বাদ প্রদত্ত ২২,৯৩,৩৪০ টাকা করদাতার বার্ষিক মূল্যায়নের সাথে যোগ হয়ে যাবে। কিন্তু উক্তরূপ কর নির্ধারণ না করায় ডিএনসিসি'র ৩৮,১৫,০১০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপ :

বার্ষিক মূল্যায়ন (৭-৪-০১ তারিখের পূর্বে) ৪,০১,৫০০ টাকা এর সাথে ব্যাংক ঋণের সুদ বাদ প্রদত্ত সুবিধা ২২,৯৩,৩৪০ টাকা যোগ করে বার্ষিক মূল্যায়ন হবে ২৬,৯৪,৮৪০ টাকা। কিন্তু বার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪,৬৩,৮৪০ টাকা অর্থাৎ বার্ষিক কম মূল্যায়ন করা হয়েছে (২৬,৯৪,৮৪০-৪,৬৩,৮৪০)=২২,৩১,০০০/-। উক্ত ২২,৩১,০০০ টাকার ১২% কর ২,৬৭,৭২০/- টাকা (বার্ষিক কর)। ত্রৈমাসিক কর ৬৬,৯৩০ টাকা। ৭-৪-০১ হতে ৩০-৬-২০১৪ পর্যন্ত সময়কাল ৫৩ কোয়ার্টার (ত্রৈমাসিক)। ত্রৈমাসিক কর ৬৬,৯৩০/-x৫৭=৩৮,১৫,০১০ টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স কম ধার্য করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : গৃহ নির্মাণ ঋণ পরিশোধ হওয়ার পরও ভবনের বার্ষিক মূল্যায়নে উক্ত ঋণের সুদ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করায় হোল্ডিং ট্যাক্স কম নির্ধারণ করা হয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : ডি.এন.সি.সি'র দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার কারণে উল্লিখিত অনিয়ম হয়েছে। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে অডিটের সুপারিশ অনুযায়ী আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ হোল্ডিং মালিক/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে ডিএনসিসি'র তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিতে উল্লিখিত ৩৮,১৫,০১০ টাকা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং মালিক/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে ডি.এন.সি.সি'র তহবিলে জমা করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম : টি.কে অয়েল রিফাইনারী লিঃ এর হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের প্রকৃত সুদ অপেক্ষা অতিরিক্ত সুদ বিয়োজন করায় ৭৪,৭০,৬৮৪ টাকা ডি.এন.সি.সি'র রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অঞ্চল-৫ (কাওরান বাজার) এর টিকে অয়েল রিফাইনারী লিঃ, ১৩, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা এর হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যের রেকর্ডপত্র ও এসেসমেন্ট নথি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে,

উক্ত ভবনটি ২টি বেজমেন্ট-বিশিষ্ট একটি ১৮ তলা দালান যার প্রতি তলার আয়তন (৮৫০০ বর্গফুট + ১০০৬ বর্গফুট) বা কমন স্পেস ৯৫০৬ বর্গফুট। তন্মধ্যে ২য় তলা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ১০ম তলা রবীন টেক্স বাংলাদেশ লিঃ এবং ১২ তলা আই,সি,এ,বি এর নিকট বিক্রীত যা পৃথক ভাবে এসেসমেন্ট হওয়ার কথা। অবশিষ্ট ১৫ তলায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অফিস ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদত্ত।

নিরীক্ষায় দেখা যায় উক্ত ভবনটি (টি.কে ভবন) নির্মাণের জন্য ২৪-১২-২০০১ খ্রিঃ তারিখে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, এর নিকট হতে ১৫.০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়া হয়। ঋণের মেয়াদ ২০ বছর। উল্লিখিত ঋণ মঞ্জুরীর শর্তাবলীতে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রতি মাসে মূল ১০,৯৪,০০০ টাকা এবং ভাড়া/লাভ ৮,৪৯,৬০৯ টাকা হিসাবে ব্যাংক কে পরিশোধ করতে হবে।

ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী মাসিক সুদ (ব্যাংকের ভাষায় ভাড়া/ লাভ) ৮,৪৯,৬০৯ টাকা হারে ১ বৎসরের সুদ ৮,৪৯,৬০৯/-x ১২ মাস = ১,০১,৯৫,৩০৮ টাকা তন্মধ্যে ১৮ তলা দালানের তিনটি তলা বিক্রয় হওয়ায় অবশিষ্ট ১৫টি তলায় বার্ষিক সুদ আসে (১,০১,৯৫,৩০৮/-÷১৮) x ১৫ = ৮৪,৯৬,০৯০ টাকা। কিন্তু কর নির্ধারণের সময় ব্যাংক ঋণের বার্ষিক সুদ ৮৪,৯৬,০৯০ টাকার স্থলে ১,৫৮,২০,৩০৮ টাকা বিয়োজন করে কর নির্ধারণ করায় ৭৪,৭০,৬৮৪ টাকা ডিএনসিসি'র রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপ :

হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের সময় ঋণের সুদ বাদ দেয়ার বিবরণ :

গ্রহণকৃত ঋণের সুদ = ১,৫৮,২০,৩০৮ টাকা।

প্রাপ্য ঋণের সুদ (-) = ৮৪,৯৬,০৯০ টাকা

অতিরিক্ত ঋণের সুদ ৭৩,২৪,২১৮/- এর ১২%, কর = ৮,৭৮,৯০৬ টাকা বার্ষিক কর।

ত্রৈমাসিক কর ২,১৯,৭২৬ টাকা। ০১-০১-০৬ (সর্বশেষ কর নির্ধারণের পিরিয়ড) হতে ৩০-৬-১৪ তারিখ (নিরীক্ষাকাল) পর্যন্ত = ১০২ মাস ÷ ৩ = ৩৪ কোয়ার্টার (ত্রৈমাসিক)।

ত্রৈমাসিক ২,১৯,৭২৬ টাকা হারে ৩৪ কোয়ার্টারে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ২,১৯,৭২৬/x ৩৪ = ৭৪,৭০,৬৮৪ টাকা।

অনিয়মের কারণ : ব্যাংক ঋণের প্রকৃত সুদ অপেক্ষা অধিক সুদ বাদ দেয়ায় হোল্ডিং ট্যাক্স কম নির্ধারণ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : ডি.এন.সি.সি'র দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার কারণে উল্লিখিত অনিয়ম হয়েছে। বর্ণিত রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে আপত্তিতে উল্লিখিত সমুদয় অর্থ হোল্ডিং মালিক/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে ডিএনসিসি'র তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তিতে উল্লিখিত ৭৪,৭০,৬৮৪ টাকা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং মালিক/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে ডি.এন.সি.সি'র তহবিলে জমা করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনাম : ডিএইচ টাওয়ার এবং ইউ টি সি ভবনের হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসমেন্টের নথি ও রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করা প্রসঙ্গে।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অঞ্চল- ৫ এর রাজস্ব শাখার অন্তর্গত ডিএইচ টাওয়ার, ৬ পাছপথ, ঢাকা এর ইউ টি সি ভবন, ৮ পাছপথ, ঢাকা এবং হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের নথি এবং অন্যান্য তথ্য নিরীক্ষায় উপস্থাপনের জন্য স্মারক নং- ২৬২/এলএডি/এলএজি/ডিএনসিসি/পাইলট অডিট/২০১৩-১৪/১৯ তারিখ-১৫-০৪-১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫ এর বরাবরে পত্র ইস্যু করা হয়। কিন্তু উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ভবন দুটির কোন রেকর্ড নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার রেভিনিউ সুপার ভাইজারসহ ভবন দুটি বাস্তবে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, ডি এইচ টাওয়ার ভবনটি ১৪ তলা পর্যন্ত এবং ইউ টি সি ভবনটি ১৯ তলা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের করপোরেট অফিস হিসাবে/ অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু উক্ত ভবন দুটির কত তলা পর্যন্ত এ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে, কোন তলা কত বর্গফুট, মালিকের নাম, বার্ষিক মূল্যায়ন, ত্রৈমাসিক কর এবং কত তারিখ হতে বলবৎ সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নিরীক্ষায় চাওয়া হলেও তা সরবরাহ করা হয়নি। ফলে ভবন দুটির হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের বিষয়টি অডিট করা সম্ভব হয়নি।

অনিয়মের কারণ : সরকারি নিরীক্ষাকে নথিপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে সহযোগীতা না করায় সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ লংঘন করা হয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : নিরীক্ষা দলের চাহিদা মোতাবেক নথিপত্রাদি উপস্থাপন করা ডিএনসিসির দায়িত্ব। কারণ, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) মোতাবেক নথি এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করতে পারেন। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে আপত্তির বিষয়ে ভবন ২টির এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত নথি নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ এবং আপত্তির বিষয়ে যথাযথ প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তরের প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : উক্ত ভবন দুটির এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত নথি নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনাম : এস টি ডি হিসাব নং-৩১৭ থেকে স্থানান্তরিত ২.০০ কোটি এবং এস টি ডি হিসাব নং-৫০৯ থেকে স্থানান্তরিত ১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রমাণক নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশবহি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইউ. সি. বি. এল, এস টি ডি হিসাব নং-৩১৭(রায়েরবাজার কবর স্থান উন্নয়ন প্রকল্প) চেক নং- ৪৫৮০৬৫৮ তারিখ ২৬-৬-১৪ এর মাধ্যমে প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর নামে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য ২,০০,০০,০০০ টাকা স্থানান্তর করা হয়। উক্ত টাকা কোন হিসাবে স্থানান্তর/ জমা করা হয়েছে তার হিসাব নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। এছাড়া এস টি ডি হিসাব নং-৫০৯, ভাউচার নং-৩০৫ তারিখ ১৩-২-১৪ এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল হতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা, ছাত্রবৃত্তি তহবিল হতে ২০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়র/ প্রশাসকের ঐচ্ছিক তহবিল হতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা মোট ১,০০,০০,০০০ টাকা স্থায়ী আমানত করার জন্য চেক ইস্যু করা হয়েছে (এসটিডি হিসাব নং-৫০৯, চেক নং-৭৭৬২৮০৩ তারিখ ১৩-২-১৪)। কিন্তু নিরীক্ষায় পেশকৃত ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে ব্যাংক ব্যালেন্স হিসাবের মধ্যে উক্ত ১.০০ কোটি + ২.০০ কোটি = ৩.০০ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত নেই।

অনিয়মের কারণ : সরকারি নিরীক্ষাকে সহযোগীতা না করায় সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করা হয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি

নিরীক্ষা মন্তব্য : নিরীক্ষা দলের চাহিদা মোতাবেক নথিপত্রাদি উপস্থাপন করা ডিএনসিসির দায়িত্ব। কারণ, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) মোতাবেক নথি এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করতে পারেন। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের স্মারকে জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অডিট আপত্তিতে উল্লিখিত ৩.০০ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-১৫।

শিরোনাম : বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন কাজের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় ব্যয়ের সঠিকতা যাচাই করা যায়নি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে (অঞ্চল-৪) বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন কাজের নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিরীক্ষা চাহিদা অনুযায়ী নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে উক্ত কাজে ব্যয় বাবদ ৬,৫৯,৭৭,৬৮৯/- (ছয় কোটি ঊনষাট লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত ঊননব্বই) টাকার হিসাবের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ	কন্ট্রোল/ ঠিকাদার
১.	পীরের বাগ হোল্ডিং নং- ১৪৪,১৪৪/২, ১১৬/৪, ১১৩, ৯০/২ ৯৪/২, ৯৪/এ হতে ৯৮	১,৩৯,৬৪,১০৪/৮১	মেসার্স ফজলুর রহমান
২.	ইব্রাহিমপুর বি আর বি গার্মেন্টস হোল্ডিং নং ১৮৯ হতে ৪৭৩/৩ বাউন্ডারী রোড এন্ড বাইলেন।	৩,০২,৬৯,৪৩২/৮০	মেসার্স চৌধুরী এন্ড কোং
৩.	দারুস সালাম রোড উন্নয়ন	৫৫,২৬,২৪৫/-	মায়েশা ট্রেড
৪.	শহীদ বুদ্ধিজীবী মিনার রোড উন্নয়ন	৩৪,৮৫,৬৬৫/-	"
৫.	মনিপুর রোড উন্নয়ন	৩১,৭৫,৬০৭/-	মোস্তফা এন্ড সঙ্গ
৬.	আহাম্মেদ নগর রাস্তা উন্নয়ন	৩৬,০৮,০০৬/-	তাসফি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৭.	বড় মোড় রোড উন্নয়ন	৩৬,০৮,০০৬/-	ইয়ানা ট্রেডার্স
৮.	রোড কাটিং উন্নয়ন	২৩,৪০,৬২৩/-	আসিফ ট্রেডার্স
	সর্বমোট	৬,৫৯,৭৭,৬৮৯/-	

অনিয়মের কারণ : সরকারি নিরীক্ষাকে সহযোগীতা না করায় সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ লংঘন করা হয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : নিরীক্ষা দলের চাহিদা মোতাবেক নথিপত্রাদি উপস্থাপন করা ডিএনসিসির দায়িত্ব। কারণ, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) মোতাবেক নথি এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ও তার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করতে পারেন। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে অডিট অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দায়ী/ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর কপি অডিট অধিদপ্তরের প্রেরণ এবং নথিসমূহ আলাদা ভাবে নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুনরায় জবাব অডিট অধিদপ্তরের প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর কপি অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ এবং নথি সমূহ আলাদা ভাবে নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম : সিএনজি সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও ভূঁয়া সিএনজি স্টেশন দেখিয়ে পৌর ফিলিং স্টেশন এর নামে ১,৮৬,৩০,৯৬০ টাকা বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিবহনপুল বিভাগের 'বিভিন্ন গাড়ীর সিএনজি সরবরাহের বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, পৌর ফিলিং স্টেশনে কোন সিএনজি না থাকা সত্ত্বেও সিএনজি স্টেশন দেখিয়ে পৌর ফিলিং স্টেশন এর নামে ১,৮৬,৩০,৯৬০/- টাকা বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাস্তব যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় পৌর ফিলিং স্টেশন টি সায়েদাবাদ ঢাকায় অবস্থিত। উক্ত ফিলিং স্টেশন কেবলমাত্র অকটেন ও ডিজেল সরবরাহ ও বিক্রয় করা হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পৌর ফিলিং স্টেশনের নামে ভূঁয়া সিএনজি গ্যাস সরবরাহ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। মূলতঃ এটি কোন সিএনজি গ্যাস স্টেশন নয় এবং উক্ত ফিলিং স্টেশন হতে আদৌ কোন সিএনজি সরবরাহ করা হয়নি। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত ফিলিং স্টেশনের নামে ৬,২১,০৩২ ঘনফুট সিএনজি গ্যাস প্রতি ঘনফুট ৩০ টাকা হারে মোট (৬,২১,০৩২ ঘনফুট × ৩০/-) = ১,৮৬,৩০,৯৬০ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

ঢাকা শহরে সিএনজি সরবরাহ করার মত পর্যাপ্ত ফিলিং স্টেশন থাকা সত্ত্বেও ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল কার্যালয় হতে প্রায় ২০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত ভূঁয়া সিএনজি স্টেশনের নামে সিএনজি বিল পরিশোধ করা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী।

অনিয়মের কারণ : অকটেন ও ডিজেল ফিলিং স্টেশনকে অযৌক্তিকভাবে সিএনজি ফিলিং এর বিল পরিশোধ করা হয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : ভূঁয়া সিএনজি স্টেশন হতে সিএনজি'র বিল পরিশোধ করা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। বার্ষিক আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে অডিটের সুপারিশ অনুযায়ী আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করা আব্যশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনাম : গাবতলি ও মহাখালি বাস টার্মিনাল এবং আমিনবাজার ট্রাক টার্মিনাল দরপত্র আহবান করে ইজারা প্রদান না করে এজেন্ট নিয়োগ করে টোল/ ভাড়া আদায় করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বাস টার্মিনালের ইজারা/ ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, গাবতলি ও মহাখালি বাস টার্মিনাল এবং আমিনবাজার ট্রাক টার্মিনাল দরপত্র আহবান করেও ইজারা প্রদান না করে এজেন্ট নিয়োগ করে টোল/ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট বাস টার্মিনালসমূহ ঢাকা সিটির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত বিধায় দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। দরপত্র আহবান করে ইজারা প্রদান করা হলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেত মর্মে নিরীক্ষা মনে করে। কয়েক বৎসর পূর্বে দৈনিক ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে ভাড়া/টোল ডিএনসিসি তহবিলে জমা দেয়ার জন্য এজেন্ট নিয়োগের আদেশ দেয়া হয়। এজেন্ট এর মাধ্যমে ভাড়া/টোল আদায় রেজিস্টার, আদায় রসিদ বহি, ব্যাংক জমার বহি, জমার চালান, ব্যাংক বিবরণী এবং আদায়কৃত টাকার উপর ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমার কোন হিসাব/ প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে উক্ত খাতে আদায়যোগ্য ও আদায়কৃত অর্থের হিসাবের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

অনিয়মের কারণ : নথিপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে সরকারি নিরীক্ষাকে সহযোগীতা না করায় সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ লংঘন করা হয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য : নিরীক্ষা দলের চাহিদা মোতাবেক নথিপত্রাদি উপস্থাপন করা ডিএনসিসির দায়িত্ব। কারণ, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) মোতাবেক নথি এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করতে পারেন। এছাড়া সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির (PAC) নির্দেশনা রয়েছে যে রাষ্ট্রের সকল কর্তৃপক্ষ তাদের সম্পর্কে যাবতীয় হিসাব সংবিধান অনুযায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কাছে দেয়ার জন্য বাধ্য এবং তাদেরকে তা দিতে হবে। বর্ণিত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-৬-২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-৯-২০১৫ তারিখের জবাবে অডিটের সুপারিশ অনুযায়ী টার্মিনালসমূহ ইজারা প্রদান, দায়িত্ব অবহেলার কারণে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র অডিট অধিদপ্তরের প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৩০-৯-২০১৫ তারিখে জারি করা সত্ত্বেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অবিলম্বে টার্মিনাল সমূহ ইজারা প্রদান করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এবং সংশ্লিষ্ট নথিসহ ব্যয় সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যিক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ গোলাম মোস্তাফা

মহাপরিচালক

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।